তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৪৮

**দেশে তথ্যপ্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের বিকাশ আমাদেরকে স্মার্ট সমাজের পথে এগিয়ে নিচ্ছে**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

 ঢাকা, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ফলে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বজনীন প্রসার ও গণমাধ্যমের যুগান্তকারী বিকাশ আমাদেরকে স্মার্ট সমাজের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আজ রাজধানীর আফতাব নগরে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি আয়োজিত ৩য় আন্তর্জাতিক ‘তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা’ সম্মেলন উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী এ সময় ‘স্মার্ট সমাজে সকলের যথাযথ তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ’ (ইনক্লুসিভ এন্ড ইকুইটেবল একসেস টু ইনফরমেশন ফর স্মার্ট সোসাইটি) প্রতিপাদ্য নিয়ে এ সম্মেলন আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাস করে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ ডিজিটাল এবং গত সাড়ে ১৪ বছরে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের বিকাশ অভূতপূর্ব।

দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য সেবাকেন্দ্র, দেশব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগ, মানুষ একাধিক সিমকার্ড ব্যবহারের কারণে ১৭ কোটি মানুষের হাতে ১৮ কোটি মোবাইল সিমকার্ড বিশ্বজগতের তথ্য ও জ্ঞানকে সহজলভ্য করেছে উল্লেখ করে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, এই তথ্য ও জ্ঞানকে বিবেচনা ও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারলে জীবন আরো সমৃদ্ধ হবে।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ড. মুহাম্মদ জিয়াউল হক মামুনের সভাপতিত্বে ইনফরমেশন স্টাডিজ বিভাগের চেয়ার ড. দিলারা বেগম অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জিলিয়ান অলিভার উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের ওপর বক্তব্য রাখেন।

তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনে দেশের গবেষকদের সাথে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনার গবেষকসহ ১৩টি দেশের প্রায় ৪০০ অংশগ্রহণকারী যোগ দিচ্ছে।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ও উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিনের সভাপতিত্বে গতকাল প্রাক-উদ্বোধনী অনলাইন সেশনের মাধ্যমে শুরু হওয়া এ সম্মেলন ৪২টি গবেষণাপত্র নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শনিবার শেষ হচ্ছে।

#

আকরাম/আরমান/সেলিম/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৪৭

**সাবেক সংসদ সদস্য পান্না কায়সারের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট) :

শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের সহধর্মিণী বরেণ্য লেখক, সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপিকা পান্না কায়সারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন; পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান; গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এবং সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

আজ পৃথক পৃথক শোকবার্তায় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

বিবেকানন্দ/আরমান/সেলিম/আব্বাস/২০২৩/১৯১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৪৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৩ দশমিক ৫২ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৪৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১১ হাজার ৬৬১ জন।

#

সুলতানা/আরমান/আব্বাস/২০২৩/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৩৪৫

**শহীদজায়া পান্না কায়সারের মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট) :

লেখক, গবেষক, সাবেক সংসদ সদস্য, শহীদজায়া অধ্যাপক পান্না কায়সারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

আজ রাজধানীর একটি হাসপাতালে এই বরেণ্য প্রাণের ইন্তেকালের সংবাদে শোকাহত মন্ত্রী প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

মন্ত্রী তার শোকবার্তায় বলেন, ‘পান্না কায়সার ছিলেন প্রজ্ঞা আর প্রাণশক্তির অনন্য উদাহরণ। শহীদজায়া পান্না কায়সারের মৃত্যুতে দেশ একজন মুক্তিযুদ্ধ গবেষক, লেখক ও নিবেদিতপ্রাণ শিশু সংগঠককে হারালো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলার কারিগর পান্না কায়সার তার কর্ম গবেষণার মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন।’

১৯৫০ সালের ২৫ মে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণকারী পান্না কায়সারের পারিবারিক নাম সাইফুন্নাহার চৌধুরী। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে তরুণ বুদ্ধিজীবী, লেখক শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু আড়াই বছরের মাথায় মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনী শহীদুল্লা কায়সারকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তার আর ফেরা হয়নি।

এরপর থেকে পান্না কায়সার একাই মানুষ করেছেন তার দুই সন্তান শমী কায়সার এবং অমিতাভ কায়সারকে। শিক্ষকতা করেছেন বেগম বদরুন্নেসা কলেজে, সেই সঙ্গে করে গেছেন লেখালেখি। তার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ: আগে ও পরে', 'মুক্তি', 'নীলিমায় নীল', 'হৃদয়ে বাংলাদেশ', 'মানুষ', 'রাসেলের যুদ্ধযাত্রা', 'না পান্না না চুনি'।

পান্না কায়সার ১৯৯৬-২০০১ সালে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদে সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় অবদানের জন্য ২০২১ সালে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন। শিশু-কিশোর সংগঠন খেলাঘরের সঙ্গে আজীবন সক্রিয় পান্না কায়সার ১৯৭৩ সাল থেকে এর প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ১৯৯০ সাল থেকে চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন।

#

আকরাম/আরমান/আব্বাস/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৩৪৪

**বিএনপি অনেক ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর চেয়েও মারাত্মক, ডেঙ্গুর মতো তাদেরকেও প্রতিরোধ করতে হবে**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি অনেক ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর চেয়েও মারাত্মক। ডেঙ্গু মশা মানুষকে কামড়ায় আর বিএনপি আগুন দিয়ে জীবন্ত মানুষ পোড়ায়,
গাড়ি-ঘোড়া পোড়ায়। তাই ডেঙ্গুর মতো বিএনপিকেও প্রতিরোধ করতে হবে।’

আজ রাজধানীর খামার বাড়ি গোলচত্বরে বাংলাদেশ কৃষক লীগের ‘ডেঙ্গু রোধে এডিস মশা নিধন ও সচেতনতা তৈরি কর্মসূচি’তে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কর্মসূচির জন্য কৃষক লীগকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজনৈতিক প্রসঙ্গে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মসূচিতে যোগ দেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি কখনো জনগণের জন্য রাজনীতি করে না এবং তাদের শীর্ষ নেতারা চায় বিএনপি একটি লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে থাকুক।’

এর উদাহরণ হিসেবে হাছান বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধ বা বন্যা-দুর্যোগে বিএনপি কখনো মানুষের পাশে দাঁড়ায় না, করোনার সময়ও তারা শুধু ফটোসেশন করেছে এবং তাদের রাজনীতি শুধু বেগম জিয়া আর তারেক রহমানের জন্য। এখন তারা আছে তারেক আর জোবায়দার সাজা নিয়ে।

আর তাদের শীর্ষ নেতারা দলের কাউকে কোনো নির্বাচন করতে দেয় না, এমন কি ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর কাউন্সিলর পদেও কেউ দাঁড়ালে বহিষ্কার করে। যে দল করলে নির্বাচনই করা যায় না, সে দল মানুষ কেন করবে! অর্থাৎ সেই নেতারা চায় বিএনপি একটি লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে থাকুক এবং এ জন্য তারা মিছিলে লাঠি নিয়ে যায়।’

এ সময় ‘বিএনপি নেতাদের ঈমানের জোর কতটুকু তা গয়েশ্বর বাবু আর আমান সাহেবকে দেখে বোঝা যায়' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘গয়েশ্বর বাবু আর আমান সাহেব সরকারের সেবা-শুশ্রূষা নিলেন, তারপর বাইরে গিয়ে উলটো সুরে কথা বললেন। গয়েশ্বর বাবু আরাম করে ভালো ভালো খাবার খেলেন, তার বাসার জন্যও দেওয়া হল, না করেননি, ধন্যবাদ দিলেন। তিনিই বাইরে গিয়ে আবার উলটো সুরে বললেন। তারা বোরখা পরে কোর্টে হাজিরা দিতে যান। এদের দিয়ে কোনো আন্দোলন হবে না।’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, যে কোনো দুর্যোগে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা জনগণের পাশে থাকে। এবার ডেঙ্গু প্রতিরোধেও আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। আমরা সবাই যার যার বাড়ি, আঙিনা, কর্মক্ষেত্র নিয়মিত পরিস্কার রাখবো এবং এই কর্মসূচি সফল করে তুলবো।

কৃষক লীগ সভাপতি সমীর চন্দের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি’র সঞ্চালনায় সংসদ সদস্য হোসনে আরা ও শামীমা আক্তার খানম, মশক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ সুব্রত দাস এবং কৃষক লীগ নেতৃবৃন্দ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/আরমান/আব্বাস/২০২৩/১৬৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৩৪৩

সুজলা সুফলা বাংলাদেশকে ফুলে ফলে ভরে রাখতে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে

**বান্দরবানে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করলেন বীর বাহাদুর উশৈসিং**

বান্দরবান, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন,  সুজলা সুফলা এই বাংলাদেশকে ফুলে ফলে ভরে রাখতে আমাদের আরো বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আমলে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের কৃষকদের নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রয়েছে। আগামীতে কৃষকবান্ধব এই সরকার জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে পুনরায় নির্বাচিত হলে কৃষকদের বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদানসহ তাদেরকে আর্থ সামাজিকভাবে স্বাবলম্বি করা হবে বলে মন্ত্রী আশ্বাস প্রদান করেন ।

আজ বান্দরবান জেলা প্রশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গনে বান্দরবান জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের আয়োজনে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

‘গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বান্দরবানে শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা। মন্ত্রী আজ বৃষ্টিস্নাত সকালে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও
বৃক্ষমেলা-২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‌্যালিতে অংশ নেন। র‌্যালিটি বান্দরবান শহর প্রদক্ষিণ করে বান্দরবান জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই বৃক্ষমেলা চলমান থাকবে এবং আগামী ১০ আগস্ট সপ্তাহব্যাপী এই বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার সমাপ্তি ঘটবে।

এ সময় বান্দরবানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হাতে বিনামুল্যে ফলজ, বনজ ও ওষধি চারা বিতরণ করেন মন্ত্রী।

বান্দরবান জেলা প্রশাসক শাহ্ মোজাহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) হোসেন মোঃ রায়হান কাজেমী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুল ইসলাম, পাল্পউড প্ল্যান্টেশন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মোঃ মাহমুদুল হাসান, বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হক মাহবুব মোরশেদ, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বান্দরবান ইউনিটের সেক্রেটারি অমল কান্তি দাশ, বান্দরবান পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সামশুল ইসলাম, বান্দরবান প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বাচ্চু, সাধারণ সম্পাদক মিনারুল হকসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/আরমান/আব্বাস/২০২৩/১৬৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৩৪২

**ইতোমধ্যে ২ হাজার ৭০০ টন আম রপ্তানি হয়েছে**

ঢাকা, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট) :

চলতি বছরে ইতোমধ্যে ২ হাজার ৭০০ টন আম রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১ হাজার টন বেশি। গত বছর মোট ১ হাজার ৭৫৭ টন আম রপ্তানি হয়েছিল।

গতবছর ২৮ টি দেশে আম রপ্তানি হয়েছিল, এবছর ৩৪টি দেশে আম রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যে ১২৫৬ টন, ইতালিতে ২৯৬ টন, সৌদি আরবে ২৬০ টন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১৩৭ টন, কাতারে ১১১ টন, সিঙ্গাপুরে ৫৫ টন, সুইজারল্যান্ডে ১৪ টন, জার্মানিতে ৭০ টন, ফ্রান্সে ৮৫ টন, সুইডেনে ৬৫ টন, কুয়েতে ২১৮ টন ও কানাডায় ৪০ টন।

দেশে বছরে প্রায় ২৫ লাখ টন আম উৎপাদন হয়। কিন্তু উৎপাদনের তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ অনেক কম। ২০১৭-১৮ সালে মাত্র ২৩২ টন, ২০১৮-১৯ সালে ৩১০ টন, ২০১৯-২০ সালে ২৮৩ টন, ২০২০-২১ সালে ১৬৩২ টন, ২০২১-২২ সালে ১৭৫৭ টন আম রপ্তানি হয়েছে।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের আমের বিপুল চাহিদা থাকলেও উত্তম কৃষি চর্চাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে আম উৎপাদন ও প্যাকেজিং না হওয়ায় রপ্তানির পরিমাণ কম। সেজন্য, ‘রপ্তানি বৃদ্ধি করতে কৃষি মন্ত্রণালয় রফতানিযোগ্য আমের উৎপাদন বৃদ্ধি’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের উত্তম কৃষি চর্চা মেনে আম উৎপাদনসহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে প্রকল্পের প্রথম বছরেই গত বছরের তুলনায় এক হাজার টন আম বেশি রপ্তানি হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক মো. আরিফুর রহমান জানান, চলতি বছর আরো ১৫-২০ দিন আম রপ্তানি হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ সকল তথ্য জানানো হয়েছে।

#

কামরুল/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১৫৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৩৪১

**সাবেক সংসদ সদস্য পান্না কায়সারের মৃত্যুতে আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট) :

শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের সহধর্মিণী, বরেণ্য লেখক ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপিকা পান্না কায়সারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

আজ এক শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

শহিদুল/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১৫৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৩৪০

**পান্না কায়সারের মৃত্যুতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট) :

শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের সহধর্মিণী, বরেণ্য লেখক ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপিকা পান্না কায়সারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

আজ এক শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

শিবলী/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১৫২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ৩৩৯

**বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংহতি**

 **-**জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক, ৪ আগস্ট :

সংঘাতজনিত বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবিলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংহতি।

গতকাল নিরাপত্তা পরিষদে ‘দুর্ভিক্ষ ও সংঘাতজনিত বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা’-শীর্ষক এক উচ্চ পর্যায়ের বিতর্কে বক্তব্য প্রদানকালে এ মন্তব্য করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তনি ব্লিঙ্কেন।

বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তায় চলমান ইউক্রেন যুদ্ধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিধ্বংসী প্রভাবের প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রদূত মুহিত এ সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের গৃহীত বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপের কথা পরিষদে তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থায় বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ বেশ কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় খাদ্য উৎপাদনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণসহ প্রতিটি বাড়িতে অব্যবহৃত জমি চাষ করার জন্য দেশের জনগণের প্রতি জোর আহ্বান জানিয়ছেন।

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপকে জোরদার করার জন্য স্থায়ী প্রতিনিধি মুহিত সংঘাতকালীন খাদ্যের মূল্য এবং প্রবেশিধারকে প্রভাবিত করে এমন অন্তর্নিহিত কারণগুলিকে মোকাবেলার ওপর জোর দেন। এই বিষয়ে, তিনি আন্তর্জাতিক বাজার উন্মুক্ত রাখতে, অপ্রয়োজনীয় রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা অপসারণ করতে এবং খাদ্য মজুদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের আহ্বানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। তিনি সারা বিশ্বে খাদ্য সরবরাহে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ‘ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ’ চালু রাখার ওপরও জোর দেন। সর্বোপরি, তিনি খাদ্য নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমনে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলিকে সহায়তা করার জন্য দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা, জলবায়ু অর্থায়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সবশেষে, রাষ্ট্রদূত ‍মুহিত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রোহিঙ্গা সংকট এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলমান সংঘাতের কারণে রোহিঙ্গাদের অনুকূলে বরাদ্দ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ঘাটতির প্রতি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসন সক্ষম করতে মিয়ানমারে একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। একইসাথে তিনি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত তাদের অনুকূলে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

#

জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১৫০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৩৩৮

**সাবেক সংসদ সদস‍্য পান্না কায়সারের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতির শোক**

ঢাকা, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট) :

বিশিষ্ট লেখক, সমাজসেবক, শিশু সংগঠক ও সাবেক সংসদ সদস‍্য পান্না কায়সারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন।

এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস‍্য হিসেবে পান্না কায়সারের অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।

রাষ্ট্রপতি মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস‍্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

রাহাত/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১১২৩ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৩৩৭

**শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয়ভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উদ্‌যাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রীড়া জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। দেশ স্বাধীনের পূর্বেই তিনি আবাহনী সমাজকল্যাণ সংস্থা গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আবাহনী ক্রীড়াচক্র প্রতিষ্ঠা করেন। ফুটবলের পাশাপাশি আবাহনী ক্রীড়াচক্রের অধীন তিনি হকি, ক্রিকেট এবং টেবিল টেনিস দলও গঠন করেন। তিনি খেলোয়াড়দেরকে আধুনিক পোশাক এবং ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করতেন। খেলাধুলায় উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য তিনি স্বাধীন দেশে প্রথম ব্রিটিশ কোচ নিয়োগ করেন। এক পর্যায়ে তিনি আবাহনী ক্রীড়াচক্রের জেলা শাখা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি খেলোয়াড়দের স্বাবলম্বী করার নানা উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি তাঁদের অবসর ভাতা প্রদানেরও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ১০ লাখ টাকা অনুদান নিয়ে ‘খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল’ গঠন করেন।

শেখ কামাল ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী, একজন তারুণ্যের রোল মডেল। তিনি একাধারে যেমন দেশের সেরা ক্রীড়া সংগঠক এবং ক্রীড়াবিদ ছিলেন, তেমনি ছাত্র হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি মনেপ্রাণে দেশীয় সংস্কৃতি লালন এবং চর্চা করতেন। খেলাধুলা, সঙ্গীত, অভিনয়, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ‘স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠী’ প্রতিষ্ঠা করে তিনি সংস্কৃতি জগতে অমর হয়ে আছেন। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী মানুষটি একই সঙ্গে ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র, নির্লোভ, নিরহংকারী ও সদালাপী। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতেন অতি সাধারণ হয়ে। তিনি যেকোন মানুষের প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন।

‘৭৫-এর ১৫ই আগস্ট এক ঘোর অমানিশায় স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকের দল জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। সেই কালরাতে ধানমণ্ডি-৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে ঢুকে খুনিরা প্রথমেই হত্যা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালকে। কাপুরুষ হন্তারকদের দল শারীরিকভাবে শেখ কামালকে হত্যা করলেও বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার অভিযাত্রা তাঁর প্রদর্শিত পথ, আদর্শ এবং দিক-নির্দেশনা আজও এক অনুকরণীয় মডেল। তিনি আমাদের মাঝে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে সদাজাগ্রত আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আজ তাঁর ৭৪তম জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁকে গভীর মমতা এবং স্নেহপরশের মধ্য দিয়ে স্মরণ করছি। আমার বিশ্বাস, শেখ কামাল-এর গঠনমূলক চিন্তা-চেতনার বাস্তবায়ন করতে পারলে অচিরেই আমাদের ক্রীড়াঙ্গন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের শিখড়ে অধিষ্ঠিত হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর অবদানকে স্মরণীয় রাখার লক্ষ্যে এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ক্রীড়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন আজ তাদেরকে ‘শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার- ২০২৩’ প্রদান করা হচ্ছে। সম্মানজনক এ পুরস্কার প্রাপ্ত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি বিশ্বাস করি এ পুরস্কার ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আরো উৎসাহিত করবে এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে চলমান অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করবে।

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১১২৩ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৩৩৬

**শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপ্রতির বাণী**

ঢাকা, ২০ শ্রাবণ (৪ আগস্ট) :

রাষ্ট্রপ্রতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয়ভাবে পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রীড়া জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা, যোগ্যতা, মেধা-মনন আর অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতার সমন্বয়ে তিনি আলোকবর্তিকার মতো পথপ্রদর্শক হয়ে বাংলাদেশে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া প্রবর্তন করেছেন। কীর্তিমান ক্রীড়া সংগঠক, মেধাবী ক্রীড়াবিদ শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালকে স্মরণীয় করতে ও তার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ক্রীড়াক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য দেশের প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদদের ‘শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার ২০২৩’ প্রদান নি:সন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে ছিলেন দেশের সেরা ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়াবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, এছাড়া ছাত্র হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি মনে-প্রাণে দেশীয় সংস্কৃতির লালন ও চর্চা করতেন। খেলাধুলা, সংগীত, অভিনয়, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ছিলেন তারুণ্যের রোল মডেল। মহান মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসে তিনি বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেন। ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল ও হকি খেলায় পারদর্শীদের তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খুঁজে আনতেন এবং তাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতেন। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী শেখ কামাল ছিলেন অতি বিনয়ী, নম্র, নির্লোভ, নিরহংকার ও সদালাপী। তিনি সাধারণ মানুষের সাথে সহজ-সরলভাবে মিশে হয়ে উঠতেন অসাধারণ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তিনি রেখে গেছেন তাঁর নীতি, আদর্শ, কর্মপন্থা ও দিক-নির্দেশনা, যা নি:সন্দেহে আজ আমাদের চলার পথের পাথেয়। আবাহনী ক্রীড়াচক্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে চিরস্বরণীয় হয়ে আছেন। আর ‘স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠী’ প্রতিষ্ঠা করে সংস্কৃতির জগতে তিনি হয়ে আছেন অমর। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার অভিযাত্রায় শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রদর্শিত পথ, আদর্শ, দিক-নির্দেশনা হতে পারে আমাদের জন্য অনুকরণীয় মডেল। অনুপ্রেরণা আর উৎসাহ হয়ে তিনি অমাদের মাঝে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেতার কামনা করি।

আমি ‘শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার ২০২৩’ বিজয়ীগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।

খোদা হফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

রাহাত/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১২২২ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ